3.16. মানবিক মূলধন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Human Capital and Economic Development] :

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে মূলধনের গুরুত্ব অপরিসীম। এই মূলধন দু'প্রকারের—বস্তুগত মূলধন অর্থাৎ যন্ত্রপাতি, রাস্তাঘাট ইত্যাদি এবং মানবিক মূলধন অর্থাৎ শ্রমিকের শিক্ষা, দক্ষতা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সেই দেশের মানুষের যে শিক্ষাদীক্ষা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়, তা অর্জন করা ও বৃদ্ধি করা মানবিক মূলধন গঠনের পর্যায়ে পড়ে। সুতরাং মানবিক মূলধন গঠন বলতে দেশের জনসাধারণের জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, উৎপাদন ক্ষমতা, দক্ষতা ইত্যাদি সকল কিছু বৃদ্ধি করার জন্য যে বিনিয়োগের প্রয়োজন হয় তাকেই বোঝায়। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য যে খরচ করা হয়, তা মানুষের দক্ষতা, বুদ্ধি, কার্যক্ষমতা সবকিছুকেই বাড়াতে সাহায্য করে। এর ফলে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের খাতে ব্যয়কে মানবিক মূলধন গঠনের জন্য বিনিয়োগ বলা যায়।

সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে পশ্চিমী উন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মানবিক মূলধনের বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। Schultz, Kuznets প্রভৃতি অর্থনীতিবিদগণের ধারণা যে, আমেরিকার অর্থনীতির দ্রুত উন্নয়নের অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল শিক্ষার জন্য ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি। তাঁদের মতে, এক ডলার শিক্ষার খাতে ব্যয় করলে জাতীয় আয় যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তা রাস্তাঘাট, শিল্প অথবা জলাধার নির্মাণে ব্যয় করে পাওয়া যায় না। Galbraithও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদদের মধ্যে Adam Smith এবং পরে Veblen বলেছেন যে, কৃৎকৌশলগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমেই দেশের মূলধনের পরিপূর্ণ ও সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব। অনুন্নত দেশে মানবিক মূলধন গঠনে বিনিয়োগ কম। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সর্বোপরি দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ না বাড়িয়ে যদি কেবলমাত্র বস্তুগত মূলধন গঠনের উপর অনুন্নত দেশগুলো গুরুত্ব আরোপ করে যায়, তাহলে উন্নতি সম্ভব নয়।

মানবিক মূলধন গঠনের জন্য Schultz পাঁচটি পন্থার কথা বলেছেন ঃ (1) স্বাস্থ্য উন্নতির বিভিন্ন ব্যবস্থা, (2) বিভিন্ন ফার্মে শিক্ষানবিশি ব্যবস্থা ও চাকুরিকালে হাতে-কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা, (3) প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চস্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা, (4) বয়স্কশিক্ষা প্রসার ও বিভিন্ন ধরনের সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা, (5) পরিবর্তিত কাজের সুবিধা গ্রহণের জন্য শ্রমিকের চলনশীলতা বৃদ্ধি। এছাড়া বিদেশ হতে কারিগরি জ্ঞান আমদানি, প্রযুক্তিগত সাহায্য ইত্যাদির দ্বারাও মানবিক মূলধন গঠন করা যেতে পারে।

মানবিক মূলধন অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নানাভাবে সাহায্য করে। প্রথমত, এর ফলে অনুন্নত দেশে দক্ষ শ্রমিকের অভাব ঘুচবে এবং অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার সম্ভব হবে। দ্বিতীয়ত, কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার অভাবে অনুন্নত দেশগুলো বৈদেশিক সাহায্যের যথাযথ ও পূর্ণ ব্যবহার করতে পারে না। মানবিক মূলধনের উন্নতি ঘটিয়ে তা সম্ভব হবে। তৃতীয়ত, অনুন্নত দেশে নানা প্রাচীন ও চিরাচরিত ধ্যান-ধারণা অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা দেয়। মানবিক মূলধনের উন্নতি ঘটলে এই সকল ধ্যান-ধারণার অবলুপ্তি ঘটবে ও অর্থনীতিতে গতিশীলতা আসবে। চতুর্থত, অনুন্নত দেশে শ্রমিকের উপযুক্ত কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার অভাবের জন্য উৎপাদনশীলতা কম। শ্রমিকদের যথাযথ শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। পঞ্চমত, মানবিক মূলধন গঠনের সাহায্যে দেশের জমি ব্যবহারের নতুন পথ, কৃষিতে সরাসরি কুশলতা প্রয়োগ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সবই সম্ভব হবে। এগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। ষষ্ঠত, মানবিক মূলধন গঠন হলে শ্রমিকের চলনশীলতা বাড়ে। এটিও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক।

অবশ্য অনুন্নত দেশে মানবিক মূলধন গঠনের নানা বাধা আছে। যেমন, মানবিক মূলধনের পরিমাণ কীভাবে নির্ধারিত হবে, উন্নতির কোন স্তরে মানবিক মূলধনের গুরুত্ব বেশি, কী হারে মানবিক মূলধন গঠনের প্রয়োজন বা কী ধরনের শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে মানবিক মূলধন গঠন সম্ভব ইত্যাদি প্রশ্নগুলোর সমাধান অত্যন্ত দুরূহ।

Scanned with CamScanner